সংক্ষুব্ধ হয়েই আমার দেশ পত্রিকার বয়ান ছিঁড়েছি: রাশেদ খাঁন



রাশেদ খান। ছবি: সংগৃহীত

ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে সংক্ষুব্ধ হয়েই ‘আমার দেশ’ পত্রিকার মিথ্যা বয়ান ছিঁড়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন। রোববার (১ নভেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, কিছু গণমাধ্যম প্রচার করছে, তিনি ফেসবুক লাইভে পত্রিকাটি ছিঁড়েছেন। তবে তিনি কোনো ফেসবুক লাইভ করেননি।

রাশেদ খাঁন লিখেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ‘আমার দেশ’ পত্রিকায় তাঁর কোনো বক্তব্য প্রকাশ না করতে সম্পাদক মাহমুদুর রহমান নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পরে তিনি তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে জানতে পারেন, আওয়ামী লীগের এক পদধারী নেতা, বড় ব্যবসায়ী ও ডামি এমপির একটি কোম্পানির অর্থায়নে পত্রিকাটি পরিচালিত হচ্ছে।

তিনি জানান, বিষয়টি জানার পর ছবি ও তথ্য-প্রমাণ মাহমুদুর রহমানকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান। প্রথমে ভেবেছিলেন, বিষয়টি হয়তো সম্পাদকের অজানা। এ কারণে একাধিকবার প্রমাণ পাঠালেও তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। পরে তাঁর ফোনও ধরতেন না। পত্রিকাটির এক দায়িত্বশীল ব্যক্তির সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, ‘ভাই, আমাদের তো পত্রিকা চালাতে হয়!’ এ ঘটনায় মাহমুদুর রহমানের অবস্থান তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় বলে উল্লেখ করেন রাশেদ।

পোস্টে তিনি আরও বলেন, যে কেউ যৌক্তিক সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু তাঁকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত করে সজীব ওয়াজেদ জয়ের সঙ্গে এক হয়েছেন বলে বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশ করা যায় না। তাঁর অভিযোগ, প্রতিহিংসা ও জামায়াতের এজেন্ডা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এমন খবর প্রকাশ করা হয়েছে।

রাশেদ খাঁনের দাবি, ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠকের ঘটনায় মিয়া গোলাম পরওয়ারকে আড়াল করতে এবং জামায়াতের পক্ষে পাল্টা বয়ান দাঁড় করাতেই সজীব ওয়াজেদ জয়ের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতার অপতথ্য ছড়ানো হয়েছে।

তিনি লেখেন, ‘আমার দেশ’ পত্রিকা বর্তমানে জামায়াতের রাজনৈতিক মুখপাত্র হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করেছে। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে এর জবাব না দিলে বারবার মিথ্যা প্রচার করে একসময় সেটিকেই সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হতো।